তারিখ 06 NOV 2016
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ২

দৈনিক
ইত্তেফাক

দাকোপে কয়েকটি বিদ্যালয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে পাঠদান!

■ দাকোপ (খুলনা) সংবাদদাতা

দাকোপে বেশ কয়েকটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন জরাজীর্ণ ও মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। এসব বিদ্যালয় ঝুঁকি নিয়ে ক্লাশ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছেন শিক্ষকরা। এ অবস্থায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার্থীদের পাঠদান চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

এলাকাবাসী ও উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, উপজেলায় ১১৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ১০টিরও অধিক বিদ্যালয় ভবন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। এসব বিদ্যালয়ের কোনো কোনো ভবন পরিত্যক্ত ঘোষণা করার মতো হলেও অন্য কোনো স্থান না থাকায় বাধ্য হয়ে সেখানেই ক্লাশ কার্যক্রম চালিয়ে আসতে হচ্ছে। এমনকি শুষ্ক মৌসুমে শিক্ষকরা বেঞ্চ, চেয়ার, টেবিল বের করে মাঠের মধ্যে বা গাছতলায় বসে ক্লাশ করেন। একাধিকবার এসব ঝুঁকিপূর্ণ ভবনের বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অবহিত করলেও আজ পর্যন্ত তার কোনো সমাধান হয়নি। ভবনগুলো মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ায় যে কোনো মুহূর্তে বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। দীর্ঘদিনের নির্মিত এসব ভবনের পিলার, দেয়াল ও ছাদে সিমেন্ট স্বল্পতার কারণে ধসে পড়ছে। শুধু লোহার কাঠামোগুলো বিদ্যমান। তাছাড়া দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া থাকলে অনেক সময়ে ক্লাশ বন্ধ করতে হয় বলে কর্তৃপক্ষ জানায়। কয়েক মাস আগে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্য থেকে অতি ঝুঁকিপূর্ণ চারটি বিদ্যালয়ের তালিকা করে ঊর্ধ্বতনমহলে পাঠালেও আজ পর্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে।

প্রতিষ্ঠানগুলো হলো প্রাণ কৃষ্ণ, ডিএফ, দাকোপ সিএমবি ও ঢাংমারী ভোজন খালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মো. মাছুম বিল্লাহ বলেন, ঝুঁকিপূর্ণ এসব ভবন অনেক আগেই পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। তাছাড়া এ বিদ্যালয়গুলোর তালিকা করে উপর মহলে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো সমাধান হয়নি।